শিয়া

কিছু অজানা কথা

শিয়া

কিছু অজানা কথা

ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদ
মুবাশশির বিন মিল্লী

সম্পাদনা
সদরুল আমীন সাকিব

মাকতাবাতুল হাসান

শিয়া : কিছু অজানা কথা

মূল : الشيعة نضال أم ضلال؟

প্রথম প্রকাশ : রবিউল আউয়াল-১৪৪২/অক্টোবর-২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

পিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com

ISBN : 978-984-8012-62-8

Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ২৬০/- টাকা মাত্র

Shia : Kicu Ojana Kotha

Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh

E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com Fb/maktabahasan

* * *

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।'

[সুরা বাকারা : ২০৮]

* * *

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূচি

অনুবাদকের কথা ১৩
ভূমিকা ১৫

প্রথম অধ্যায়

শিয়া মতবাদের ইতিহাস ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিয়া শাসনের ইতিহাস ২৯
অবশিষ্ট শিয়া ইতিহাস ৩০

তৃতীয় অধ্যায়

শিয়া ঝুঁকি ৪১
শিয়া সমস্যার প্রতি অনিহার কারণাবলি ৪১
১. জানাশোনার অভাব ৪১
২. অবাস্তববাদী চিন্তাভাবনা ৪১
৩. সংঘাতের নতুন দ্বার উন্মুক্ত না করা ৪২
৪. শিয়া নাকি ইহুদি মারাত্মক ৪২
শিয়া প্রসঙ্গে আওয়াজ তোলা উত্তম, নাকি নীরবতা অবলম্বন ৪৩
১. সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাহানি ৪৩
২. ইসলামি বিশ্বে শিয়াবাদ প্রসারের ঝুঁকি ৪৮
৩. ইরাকের চরম ভয়াবহ পরিস্থিতি ৫০
৪. ইরাকের প্রতি ইরানের লোলুপ দৃষ্টি ৫০
৫. বিশ্বব্যাপী শিয়া হুমকি ৫৩

চতুর্থ অধ্যায়

হিজবুল্লাহর ইতিহাস

এক

হিজবুল্লাহর আত্মপ্রকাশ ৫৭
মুসা সদর ও গোড়ার কথা ৫৯
লেবাননে আগমনের পেছনে তার লক্ষ্য ও প্রস্তুতি ৬০
শিয়া মতবাদ এবং সুন্নি শাসনের প্রতি বিদ্রোহ ৬০
শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীল নকশা ৬২
মুসা সদর চতুর্মুখী শত্রুতার মুখোমুখি..৬৬

দুই

মুসা সদরের পর ভাঙনের কবলে আমাল আন্দোলন ৭০
মুসাবি, নাসরুল্লাহ এবং ইরানি পরিকল্পনা ৭১
ইহুদি আক্রমণ এবং শিয়াদের অবস্থান..৭৩
হিজবুল্লাহ প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষিণাঞ্চল দখল ৭৪
ইহুদি বিরোধী যুদ্ধ এবং সুন্নি অবদান অস্বীকার....................................৭৫
রফিক হারিরি বনাম শিয়াশক্তি...৭৬
হিজবুল্লাহর সংকট এবং ২০০৬-এর যুদ্ধ ৭৭

তিন

হাসান নাসরুল্লাহ এবং সরকারবিরোধী বিপ্লব ৮০
দোহা চুক্তি এবং নাসরুল্লাহর পতন..৮১

পঞ্চম অধ্যায়

হিজবুল্লাহর ব্যাপারে আমাদের অবস্থান ও তার কারণ ৮৪
১. শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি অত্যন্ত শক্তিশালী.................................. ৮৪
২. স্বার্থের সংগ্রাম ৮৫
৩. বিজয় লাভ বনাম নীতির বিশুদ্ধতা... ৮৭
৪. সুন্নিদের অবস্থান ৮৮
৫. হাসান নাসরুল্লাহর ব্যাপারে আমাদের অবস্থান............................ ৯০
হাসান নাসরুল্লাহর আকিদা-বিশ্বাস ৯০

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইয়ামেনের ইতিহাস ৯৪
ইয়ামেনে ইসলামের আগমন এবং যায়েদিদের ইতিহাস....................৯৬
যায়েদি মতবাদ আহলুস সুন্নাহর অধিকতর নিকটবর্তী..........................৯৭
ইয়ামেনে ইসমাইলি মতবাদের প্রচার ৯৮
সানআ আইম্মা রাষ্ট্র...১০০

সপ্তম অধ্যায়

হুথিদের ইতিহাস ১০২
হুথি ইতিহাসের শেকড়.. ১০৩
হুথিদের বিশাল বিক্ষোভ এবং যুদ্ধের সূচনা ১০৫
হুথি শক্তির নেপথ্যে ১০৬
১. ইরানি সহায়তা ১০৬
২. জনসাধারণের আপেক্ষিক সহানুভূতি..................................১০৭
৩. বহুজাতিকতা...১০৮
৪. ভূখণ্ডগত কঠিন প্রকৃতি ১০৮
৫. প্রসাশনিক ব্যস্ততা ১০৮
৬. ইয়ামেন সরকারের স্বার্থ ১০৯

অষ্টম অধ্যায়

ইরানের প্রকৃত শাসক ১১১
খোমেনির একনায়কতন্ত্র ১১২
নেপথ্যকাহিনি....................১১২
'বেলায়েতে ফকিহ' ১১৩
নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুতকরণের অধিকার....................১১৫
যেভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় ১১৬
ইসলাহ পার্টি-মুহাফেজ পার্টি : মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ১১৯
আমাদের মুগ্ধতার নেপথ্যে ১২০
১. ইরানি শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি না জানা ১২০
২. দ্বীনি জ্ঞানের অভাব....................১২১
৩. স্বৈরশাসনে অস্থিরচিত্ত....................১২১
৪. সুন্নিবিশ্বের ঝুঁকির ব্যাপারে উদাসীনতা ১২১
৫. নিপীড়িত উম্মাহর আশাবাদী মন ১২১

নবম অধ্যায়

নিয়ন্ত্রণাধীন জুজু....................১২৩
আমেরিকার ইরান আক্রমণ সুদূর পরাহত ১২৩
১. নতুন যুদ্ধদ্বার উন্মোচনের সমস্যা ১২৩
২. শিয়া-সুন্নি ঐক্যের সমস্যা ১২৪
৩. বিরূপ অভিজ্ঞতা....................১২৪
৪. পরমাণু হামলার ঝুঁকি ১২৪
৫. ইতিহাস 'না' বলে....................১২৫
৬. যতটা রটে, ততটা নয় ১২৬

দশম অধ্যায়

শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান ১২৮
শিয়া প্রসঙ্গে মুখ খোলা উত্তম, নাকি চুপ থাকা ১২৯
১. সাহাবিদের প্রতি বিদ্বেষ ও আক্রমণ ১২৯
২. মুসলিমবিশ্বে শিয়াবাদ প্রসারের ঝুঁকি ১৩০
৩. সুন্নি নির্যাতন ১৩০
৪. ইরাকের প্রতি হুমকি ১৩০
৫. সুন্নি রাষ্ট্রসমূহের ঝুঁকি ১৩০
৬. ইরান-সিরিয়া ঘনিষ্ঠতা এবং তার ঝুঁকি ১৩১
৭. শিয়া তারকাদের মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া ১৩১
৮. ঐতিহাসিক বর্ণনায় শিয়া বিকৃতি ১৩৩
৯. শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের দাওয়াতি কর্তব্য ১৩৪
১০. ইরানের সুন্নি নিষ্পেষণ ১৩৫
শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান ১৩৭
১. শিয়াগোষ্ঠী ভ্রষ্ট ও বিদআতি ১৩৭
২. শিয়া-সুন্নি সহাবস্থান সম্ভব নয় ১৩৮
৩. সুন্নি গোষ্ঠীর নিজেদের মানহাজ ও নীতি-আদর্শ চর্চা ১৩৯
৪. নিঃসংকোচ ও নির্ভীকচিত্তে ভ্রান্তি খণ্ডন................................. ১৩৯
৫. শিয়াদের প্রতি আন্তরিক উপদেশ...১৪০
৬. শিয়াবাদের শিকার হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন ১৪০
৭. শিয়া অঞ্চলে বসবাসকারী সুন্নিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া...................১৪০
৮. শিয়া-সুন্নি সংঘাত বর্জন ১৪১
৯. অত্যন্ত সংযতভাবে কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঐক্য ১৪১
১০. মুসলিম শাসকদের সচেতনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ১৪১
উপসংহার...১৪৩

অনুবাদকের কথা

শিয়া সংকট মুসলিম উম্মাহর দীর্ঘকালীন এক সংকট। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলিম উম্মাহ এ সংকটে ভুগছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইরানে শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সংকট উম্মাহর দরজায় তীব্রভাবে কড়া নাড়ছে। এ রাষ্ট্রের উত্থানের পর থেকেই শিয়া মতবাদ নতুন করে মুসলমানদের জন্য নানামুখী ফেতনার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। নানাভাবে তাদের বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করছে। বিশেষত, তার নামে ব্যবহৃত 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' যোগ করায় গোটা দুনিয়ার সরলপ্রাণ মুসলমানরা ধোঁকায় পড়ছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বিশ্বব্যাপী ইসলামকে আজ দু-ভাগে বিভক্তরূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে। মিডিয়ার প্রোপাগান্ডায় একজন সাধারণ মুসলমানের অন্তরে এটা বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে, ইসলাম প্রকৃত অর্থেই শিয়া ও সুন্নি নামে দু-ভাগে বিভক্ত। কিন্তু বাস্তবতা কি তা-ই?! কখনোই নয়! দ্বীন বিকৃত করে তৈরি হওয়া একটি মতবাদের সাথে সিরাতে মুস্তাকিমের পথিকদের তুলনা নেয়াহেত জুলুম বৈ কিছু নয়।

ইতিহাস সাক্ষী, শিয়া মতবাদ তার সূচনালগ্ন থেকে এই উম্মাহকে ফেতনা-ফাসাদ ও বিভক্তি ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। মুসলমানদের ঈমান-আকিদা আর আবেগ-অনুভূতি নিয়ে খেলা করাটাই যেন এ মতবাদের চিরন্তন চরিত্র। বর্তমানে শিয়া মতবাদের প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠীটি কোনোকালেই নিজেদেরকে আহলে সুন্নতের সরলপথের সদস্য মনে করেনি। সঠিক পথে পরিচালিত মুসলিম উম্মাহকে সুন্নি নামে চিহ্নিত করে তারা সব সময়ই উম্মাহর প্রতি বৈরি মনোভাব পোষণ করে এসেছে। এমনকি যুগে যুগে কাফেরদের সাথে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের সংঘাতের সময়ে তারা কোনো রকম রাখঢাক ছাড়াই নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে কাফেরদের সাথে হাত মিলিয়েছে।

তবে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই, তা হলো, শিয়া কারা? কী তাদের পরিচয়? তারা কি মুসলমান? এসব প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এ গোষ্ঠী বহু দল-উপদলে বিভক্ত।

আবার এদের একেক দল একেক ধরনের আকিদায় বিশ্বাসী। তাই তাদের সবাইকে ঢালাওভাবে যেমন কাফের বলা যায় না, ঠিক তেমনি সবাইকে মুসলমানও বলা যায় না।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে বর্তমান বিশ্বের নন্দিত ও আলোচিত ঐতিহাসিক ড. রাগিব সারজানি শিয়াদের ব্যাপারে সামগ্রিক একটি ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন। এখানে তিনি সংক্ষিপ্তাকারে শিয়া মতবাদের গোড়াপত্তন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন দল-উপদল, ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস, উম্মাহর বিরুদ্ধে যুগে যুগে তাদের কূটচাল এবং ষড়যন্ত্রের বিবরণ তুলে এনেছেন। বইটি পাঠককে শিয়াদের ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণাদানপূর্বক তাদের ব্যাপারে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার ক্ষেত্রে সহযোগী হবে বলে আমরা আশাবাদী।

গ্রন্থটির উপাদানগুলো মূলত ড. রাগিব সারজানি বিভিন্ন সময় প্রবন্ধাকারে লিখে প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে মূল প্রতিরূপেই এগুলোকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করেছি, এতে প্রবন্ধের ছাপ না রেখে একে অধ্যায় আকারে বিন্যস্ত একটি গ্রন্থের রূপ দেওয়ার। গ্রন্থটির অধিকাংশ পরিচ্ছেদের শিরোনামও আমাদের পক্ষ হতে সংযোজিত। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় স্থানে বিভিন্ন সূত্র হতে টীকাটিপ্পনী সংযোজনের মাধ্যমে গ্রন্থটিকে সার্বিক উপকারী করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে ড. মানে জুহানি সম্পাদিত *আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারা ফিল আদইয়ানি ওয়াল-মাযাহিবি ওয়াল-আহযাবিল মুআসিরাহ*। পাঠকের হাতে নির্ভুল ও উপকারী একটি গ্রন্থ তুলে দিতে এতে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যয় হয়েছে। তবে এরপরও ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই কোনো ভুলত্রুটি কারও দৃষ্টিগোচর হলে মেহেরবানি করে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়র দান করুন এবং সকল পাঠকের জন্য একে উপকারী করুন। আমিন।

মুবাশশির বিন মিল্লী

৬. ১০. ২০২০ ঈসায়ি

ভূমিকা

উসুলিয়্যিন[১] ওলামায়ে কেরাম বলেন, 'কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তদান মূলত আলোচ্য বিষয়টি পূর্ণরূপে অনুধাবনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।' অর্থাৎ, আমার পক্ষে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আমি তা স্পষ্টভাবে বুঝতে ও অনুধাবন করতে সমর্থ হই। তাই শিয়াগোষ্ঠী সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে না জেনে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা শিয়া-সুন্নি উভয় পক্ষের মানসিকতা ও স্বভাবচরিত্র উপলব্ধি করা ব্যতীতই উভয়ের মাঝে সহাবস্থানের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হবে নিতান্তই অযৌক্তিক। তদ্রূপ এ বিষয়ের বাস্তবতা, এর শঙ্কা ও গুরুত্ব, আলোচনার টেবিলে এর অগ্রবর্তিতার পর্যায়, পাশাপাশি ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে উম্মাহর পরিবর্তিত অবস্থাসমূহের সাথে এর যোগসূত্র জানা ব্যতীত শিয়া বিষয়ক সংলাপকে স্বাগত জানানো বা প্রত্যাখ্যানেরও কোনো মানে নেই।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, শিয়াবিরোধী অথবা তাদের পক্ষাবলম্বনকারী যে-কারও সমালোচনা করার পূর্বে আমাদের এ বিষয়টি বোঝা আবশ্যক যে, শিয়া মূলত কারা? তাদের শেকড় কোথায়? তাদের আকিদা ও ফিকহি মতাদর্শের প্রেক্ষাপট কী? তাদের ইতিহাস ও বর্তমান কী? তাদের স্বপ্ন ও লক্ষ্য কী? বস্তুত এ বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগতি লাভের পরই আমরা দূরদর্শিতার সাথে এ প্রসঙ্গে মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম হব। এমন লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয়, যাদের কাছে সঠিক তথ্য ও সুস্পষ্ট চিত্র পৌঁছার পর শিয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা আমূল পালটে গেছে এবং তারা পূর্বের অনেক চিন্তাধারা থেকে ফিরে এসেছে।

---

[১]. ফিকহ নীতিশাস্ত্রবিদগণ। অর্থাৎ, যারা 'উসুলুল ফিকহ' তথা ফিকহ ও মাসআলা নির্গত হওয়ার জন্য যে-সমস্ত মূলনীতির আলোকে কাজ করা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। -সম্পাদক

তা ছাড়া শিয়াসংশ্লিষ্ট এমন অনেক বিষয় রয়েছে, প্রতিদিনই আমরা যেগুলোর সম্মুখীন হই এবং আমাদের পক্ষে সেগুলো কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। যেমন হিজবুল্লাহর বিষয়, ইরানের শাসনব্যবস্থা, আমেরিকা ও ইরানের মাঝে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, ইয়ামেনের হুথিদের বিষয় ইত্যাদি।

এসব বিষয়ে প্রতিদিনই আমাদের সামনে সংবাদ আসে। তবে শিয়া বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে অবগতি না থাকলে এগুলোর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে লক্ষ্যেই আমি এসব বিষয়ে লেখা আমার প্রবন্ধগুলো ছোট বই আকারে পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে পাঠকের সামনে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছি। তবে এও নিঃসন্দেহে বলতে পারি, বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। সেদিকে লক্ষ করে আমি পাঠকবৃন্দকে ওয়াদা দিচ্ছি, আল্লাহ চাইলে খুব শীঘ্রই *কিসসাতুশ শিয়া* (শিয়াদের ইতিহাস) নামক রচনা প্রকাশের মাধ্যমে বিষয়টি বিশদ আকারে উপস্থাপন করব। সেখানে আমরা প্রসঙ্গটিকে সর্বদিক থেকে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করব।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শনকারী।

—ড. রাগিব সারজানি

১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.